প্রথম আলো

তারিখ 01 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

বিয়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে আনা উচিত হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাল্যবিবাহকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্য বড় সমস্যা হিসেবে দেখছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী। তিনি বলেছেন, বাল্যবিবাহ দক্ষিণ এশিয়ায় অনেক বেশি। বাংলাদেশেও তা উচ্চমাত্রায় রয়েছে। তাই বিয়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে আনা উচিত হবে না।

গতকাল রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এক সম্মেলনে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে কৈলাস সত্যার্থী এ কথা বলেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক ইস্যুতে সংবেদনশীল। তাই বিয়ের বয়স কমানোর বিষয়টি তিনি গ্রহণ করবেন না। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন দ্রুত করার দাবি নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান গতকাল এই জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের বয়স শর্ত সাপেক্ষে ১৮ থেকে ১৬ বছরে নামিয়ে আনতে সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে।

কৈলাস সত্যার্থী তাঁর বক্তব্যে শিশুশ্রম ও শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষা বিভিন্ন হুমকি মোকাবিলা করছে।

শিক্ষা নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের সম্মেলনে নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী

পাকিস্তান, সিরিয়া, নাইজেরিয়ায় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হচ্ছে, যা শারীরিক হুমকি। আবার অর্থায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আছে মৌলবাদের সমস্যাও। বেশি ভালো করার প্রতিযোগিতা শিশুদের লেখাপড়ার আনন্দ বিনষ্ট করছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন করে ভাবতে হবে।

এ দেশের শিশুদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে ভারতীয় এই নোবেলজয়ী বলেন, বাংলাদেশের শিশুরা শুধু বাংলাদেশের নয়, এই শিশুরা তাঁরও শিশু। তিনি এ দেশের তরুণদের প্রশংসা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শুধু সরকারি অর্থে সমস্ত শিক্ষার দায়ভার বহন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সরকারি-বেসরকারি মিলিত সম্পদ ব্যবহার করলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যাওয়া যাবে।

সম্মেলনে উন্মুক্ত আলোচনায় একজন বক্তা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী তুলে দেওয়ার দাবি জানান। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তিনি নিজে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে জেনেছেন, শিশুরা উৎসাহ নিয়ে এই পরীক্ষা দিচ্ছে। আসলে এটা ধনিক শ্রেণির কিছু মানুষের সমস্যা। তবে পঞ্চম শ্রেণি শিক্ষা যখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হয়ে যাবে, তখন এই পরীক্ষা আপনা-আপনি উঠে যাবে।

ভর্তিতে সাফল্যের কথা তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৯৯ শতাংশেরও বেশি শিশুকে বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখানো যাচ্ছে। কিন্তু এদের সবাইকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

মূল প্রবন্ধে এডুকেশন ওয়াচের সদস্য তানভীর মোহাম্মদ মুনতাসির বলেন, বাংলাদেশে এখনো বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছয় লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এর মধ্যে ৪৮ শতাংশই শিশুশ্রমিক।

গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপারসন কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে ও নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, পল্লী উন্নয়ন সহায়ক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম।